

প্রোদার পিকচারের

বাহুবলী

শ্রদ্ধা পরিবেশক রঙ রূপ প্রোডাকসন্স লিঃ



স্ব
স্ব

পরিচয়

পোদ্দার পিকচার্সের নিবেদন

-বাস্তব-

প্রযোজনায় : নবদ্বীপচন্দ্র পোদ্দার ও শান্তিরঞ্জন সাহা • কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা : ফনী গাঙ্গুলী।

সঙ্গীত পরিচালনা : সত্যজিৎ মজুমদার।

সম্পাদনা : অর্জিত দাস।

আলোক শিল্পী : বিশ্ব চক্রবর্তী।

প্রচার পরিচালনা : দীরেন মল্লিক।

শব্দ যন্ত্রী : এম. কে. ব্যানার্জী ও মান্নালডিয়া।

শিল্প নির্দেশক : কার্তিক বসু ও মনিময় ব্যানার্জী।

স্থির চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস লিঃ।

সহকারীগণ :—

পরিচালক : সুরেন চক্রবর্তী, হুলাল গুহ, তপন মিত্র,

শচীন মুখার্জী।

ব্যবস্থাপনা : গৌর গোপাল সাহা ও

বীরেন মুখোপাধ্যায়

চিত্র শিল্পী : রেজাক, অমিয়, সুনীল।

ধারা রক্ষী : পোদ্দার পিকচার্স ষ্টাফ্।

শব্দ যন্ত্রী : রমাপদ।

রূপ সজ্জাকর : অভয় পদ দে।

সম্পাদনা : ও. কুল্ল সেন গুপ্ত, অনিত মুখার্জী।

ভূমিকায় :

প্রণতি ঘোষ, সুনীল দাসগুপ্ত, পদ্মা দেবী, ভান্সু বন্দোপাধ্যায়, শিখারানী বাগ, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কবিতা রায়, গৌতম, সত্যেন চক্রবর্তী, যমুনা সিংহ, মাষ্টার খোকন, শান্তা দেবী, ননী মজুমদার,
ইলা চক্রবর্তী, গৌরী ব্যানার্জী প্রভৃতি।

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম লেবোরেটরী লিঃ-এ পরিস্ফুটিত
কালীফিল্ম ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক : রঙ্ রূপ প্রোডাকসন্স লিঃ- ৫৬, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১)

এই জীবনের মধুমাसे
আমি একা, আমি একা ।
অচিন্ পথিক এলে কাছে
হবেনা চোখের দেখা ।
হারিয়ে যেতে বড় সাধ জাগে,
এম্নি পথের বাঁকে —
একা সাধ জাগে ।
মনের কথা বলতে মানা
লুকানো রয়েছে লেখা ।
ছহাত পেতে চাইনে কিছু
মিষ্ট করে ডাকলে পিছু
প্রাণ - পিয়লায় প্রাণ ঢালি
রাঙ্গানো চরণ-রেখা ।

(২)

লগন বয়ে যায়
ওগো বর, ওগো বাঁবু
লগন বয়ে যায় ।
ফুলশরে গাঁথ ফুল
চাই মালা, চাই ফুল
চম্পা জাগেরে দখিনায় ।
মাথায় টোপর পর, পর পর
ছিঃ বলবে কি !
লোকে বহ্বে কি !
ও বউ মুখ দেখি
দেখি মুখ দেখি ।
চন্দনে টিপ আঁকি
শুক শারি মেল আঁখি ;
উলু দে, উলু দে, ওরে আর ।

স্বপ্নীত

তুমি তুমি শুধু তুমি
 আমি নই তুমি গো
 শুধু তুমি ।
 তোমারি আঁখি জাগে
 আমার আকাশটা চুমি ।
 আমি নই গো
 আমি নই বাহিরে
 বাহুলতা মোর তোমারে ঘিরে ।
 তোমারি মালা গাঁপি
 মালারি ফুল সে তুমি ।
 তুমি ঠিক মনের মত
 বল্বো কত
 মনের মত ।
 কি চাইনি কি পাই চাহিতে
 তুমি জান শুধু মন নিতে
 (প্রিয়) মন নিতে
 তোমারি চাঁদ মুখে
 চাঁদের ছায়া সে তুমি ।

এ জগতে
 সবই যেন আছে—
 বড় কাছে কাছে,
 তুমি সরে গেছ দূরে ।
 তোমার আমার গানগুলি
 আজও জেগে রয় সুরে ।
 তুমি আর আমি ছিহুগো পিয়াসী পাছ
 বাসা বাঁধিবার পথে পথে বড় ক্লান্ত ;
 সে দিনের কথা শুধু কথা যেন
 প্রাণ খোঁজে ঘুরে ঘুরে ।
 তুমি ডেকেছিলে মনের ফাগুন উড়ায়ে
 তেলেছিলে মধুমায়া
 পরশ পাথর পাইনিত পথে কুড়ায়ে
 কেন তবে মরুছায়া ।
 (বল) কার ভালবাসা ধূলিতে জাগালো আলো
 কার ছলনার আঘাতে আকাশ কালো
 এ জীবন— ছবি শুধু যেন ছবি ।
 আলেয়ার মুকুরে ॥

(৫)

মুক পৃথিবী, অন্ধ আঁধার-তল ।

জীবন-ছন্দ বুঝিগো হারালো

ওরে ও পথিকদল ।

আকাশে-আকাশে বিষ—ঢালা কালি

সবুজ কে দিল মরুপথে ডালি ;

জীবন সে নয়, জীবনের ছায়া শুধু

মিছে হলো চঞ্চল ।

ভুলিবার নয় প্রথম দিনের বাঁধী

'উৎসব শেষ'— বাজে তার সুর ।

(আজি) বিদায়ের কালো হাদি ।

হংস—বলাকা মেলিবে কি পাখা

দুনয়ন তার মরু—ঝড়ে ঢাকা

পাথেয় বে নাই, চলিবার পথ শুধু

জীবনের একি ছিল !

(৬)

অঞ্চল হলো ধূলিভার ।

আলো—ছায়ারি অঙনে করি খেলা ।

খেলা শুধু হলো সার ।

আজি কি মাটির কবি

আঁধারে লুকানো ছবি !

আমার জীবন সাজাতে

লেখনী চলেনা তাঁর !

কঙ্কন হলো মণ্ডাডোর ।

তুহাত বাড়তে বন্ধন বুঝি ফাঁকি

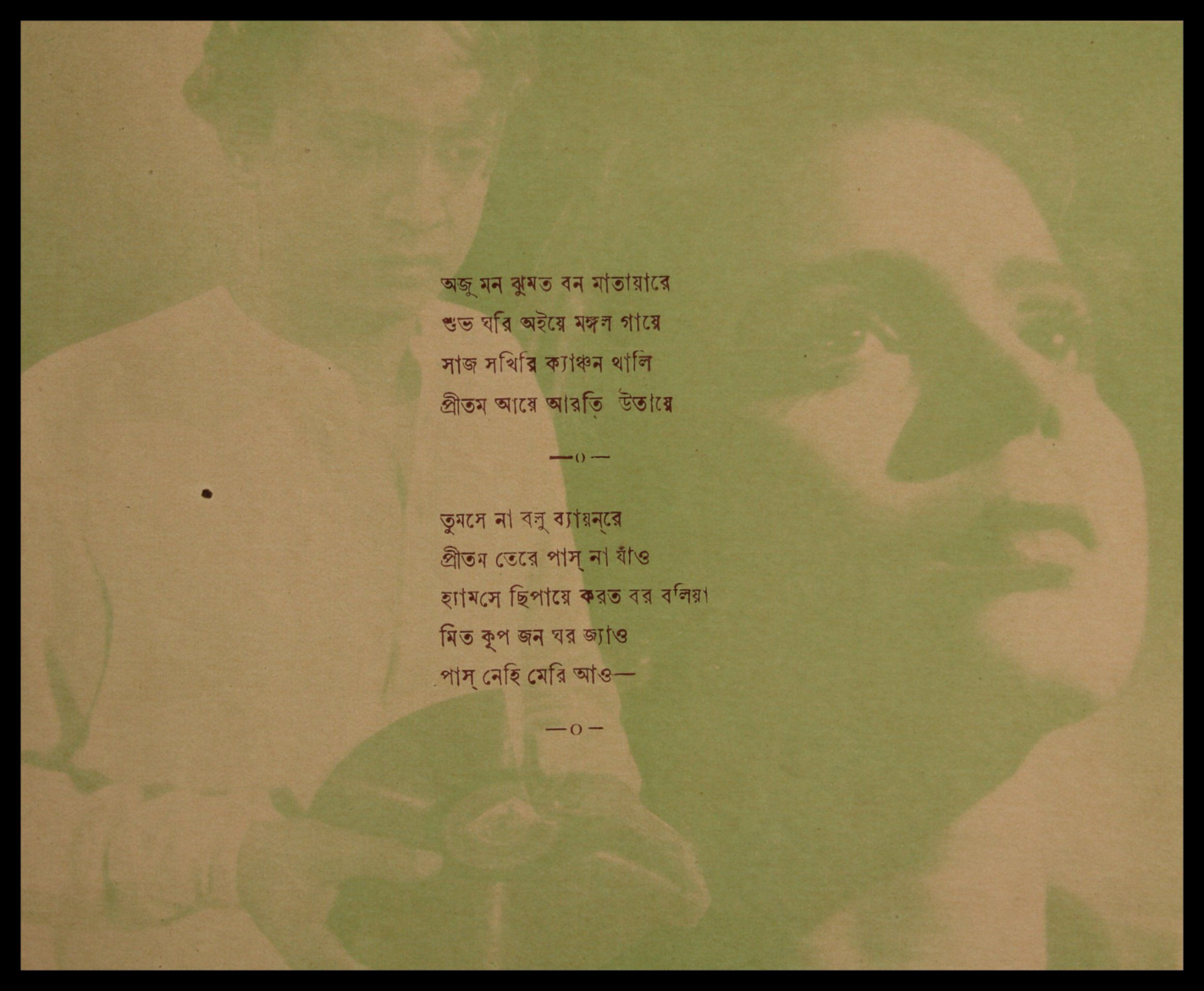
ফাঁকি শুধু সাথে মোর ।

কে জাগে আঁথির মাঝে

আঁথিজল ধরে না বে !

অস্ত—রবির আঙনে

মনে পড়ে অভিসার ।



অজু মন বুঝত বন মাতাঘারে
শুভ ঘরি অইয়ে মঙ্গল গায়ে
সাজ সখিরি ক্যাঞ্চন খালি
প্ৰীতম আয়ে আৰতি উতায়ৈ

— ০ —

তুমসে না বলু ব্যাঘ্নরে
প্ৰীতম তেরে পাস্ না যাঁও
হ্যামসে ছিপায়ৈ করত বর বলিয়া
মিত কুপ জন ঘর জ্যাও
পাস্ নেহি মেরি আও—

— ০ —

ଆଜ୍ଞାତ ମଠିର ସୌଜନ ସାମ୍ବିକ ବହିକ ପତ୍ର, ଉପ ଶୋଭାକମଳା ମିତ୍ର- ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହରିଡେ ମୁଦ୍ରାକ୍ରିତ ଓ ଅକାମିତ ଏବଂ ଡିମ୍ବିକାମିତ୍ରାଳ ଆଦି ବାଟେ,
କଲିକାତା ଓ ହରିଡେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ।